শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আলোচনা

ড. নিবেদিতা ধর
সহকারী অধ্যাপিকা, উইমেন্স কলেজ,
আগরতলা

- প্রাক্ চৈতন্য যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। যদিও কাব্যটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, নানা তর্ক – বিতর্ক উত্তাল হয়ে উঠেছে একথা সত্য, কিন্তু এই কাব্যটি যে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের জহুরী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যের একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন। তাঁরই সম্পাদনায় এই কাব্য ১৩২৩ (১৯১৬ খ্রীঃ অঃ) বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই কাব্যের প্রাচীনতা ও বড়ু চণ্ডীদাসের যথার্থ পরিচয় নিয়ে প্রচণ্ড কলরব উঠে।

- **‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যটির ১৩ টি খণ্ড-**

১) জন্ম খণ্ড, ২) তাম্বুল খণ্ড, ৩) দান খণ্ড, ৪) নৌকা খণ্ড, ৫) ভার খণ্ড, ৬) ছত্র খণ্ড, ৭) বৃন্দাবন খণ্ড, ৮) কালীয়দমন খণ্ড, ৯) যমুনা খণ্ড, ১০) হার খণ্ড, ১১) বান খণ্ড, ১২) বংশী খণ্ড, ১৩) রাধা বিরহ খণ্ড।

ধন্যবাদ।